বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫-২০১৬

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৫

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৫
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৫
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে / ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১২ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ----------

২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন			
১.	কোরবানীর অস্থায়ী পশুরহাটের ইজারালব্ধ আয়ের ২০% অর্থ এবং হাট বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৬২,২১,৭০৫/-	১১
২.	ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রাপ্ত অর্থের উপর মূসক কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৩১,৮৮,২৮৪/-	১২
৩.	হাটবাজার ও বাস টার্মিনালের খাস আদায় হতে ১৫% ভ্যাট কর্তন না করায় এবং নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩,৯৮,১০৯/-	১৩
৪.	ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর মূসক কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৫,৯২,৩৮৭/-	১৪
৫.	ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর উৎসে কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬,৫৯,৪৯৭/-	১৫
৬.	পরিবাগ সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া অনাদায়ী।	১৭,৩৮,২৯৬/-	১৬
৭.	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকট হতে বিজ্ঞাপন কর আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	৪৯,৩৮,৬১৪/-	১৭
	মোট =	৬,২৭,৩৬,৮৯২/-	
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)			
৮.	উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১,৯৭,০০,২৫৫/-	২১
৯.	ক্রয়কৃত ফ্যাটের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে কম পরিমাণ ফ্যাট গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৯৮,৬৪,২৩৭/-	২২
১০.	ক্রয়কৃত তরল দুধের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে কম পরিমাণ দুধ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩৭,৪২,২৭৭/-	২৩
১১.	মূসকযোগ্য পণ্য বিক্রয়ের উপর ১৫% মূসক প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৬,৫২,৪৬,৫০৭/-	২৪
১২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১,২৫,১৭,৩০৫/-	২৫
	মোট =	২১,১০,৭০,৫৮১/-	
	সর্বমোট =	২৭,৩৮,০৭,৪৭৩/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর		২০১২-২০১৫।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। ২। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	▪ ০৫/১১/২০১৫ হতে ৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা (রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারির সাথে আলোচনা)।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর , সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়ে অসাবধানতা ;
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ;
- ক্রয়, সংগ্রহ,মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব যথারীতি আদায় ও কোষাগারে জমা না করা।
- সরকারি অর্থ যথাযথভাবে আদায় ও জমা প্রদান না করা।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার নিশ্চিত না করা।
- যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

১। সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ভ্যাট, আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।

২। প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধিসহ অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩। প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

৪। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

৫। শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৬। সমবায় আইনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন।

৭। নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা প্রতিপালন করা।

৮। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

অনুচ্ছেদ নং-১।

শিরোনাম ঃ **কোরবানীর অস্থায়ী পশুরহাটের ইজারালব্ধ আয়ের ২০% অর্থ এবং হাট বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬২,২১,৭০৫/- টাকা।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সম্পত্তি বিভাগের ইজারা সংক্রান্ত নথি,আয়কর ও ভ্যাট জমার চালানপত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোরবানীর অস্থায়ী পশুরহাটের ইজারালব্দ আয় হতে ২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না দেয়ায় সরকারের ৬২,২১,৭০৫/- (বাষট্টি লক্ষ একুশ হাজার সাতশত পাঁচ মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "১" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রশাসন-২ শাখার স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০. ০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখ ২১/ ৯/২০১১ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১০.২ মোতাবেক অস্থায়ী পশুর হাটের ইজারালব্ধ আয় হতে ২০% অর্থ এবং অনুচ্ছেদ ৯.৩.১ মোতাবেক ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের (৫৫,৫৫,৯৫৫ +৬,৬৫,৭৫০) = ৬২,২১,৭০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ইজারালব্ধ আয় হতে ২০% অর্থ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আর্থিক সংকটে থাকায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ইজারালব্ধ আয় হতে ২০% অর্থ এবং ৫% অর্থ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়নি। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বচ্ছলতা স্বাপেক্ষে দাবীকৃত অর্থ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হবে। খাস আদায় হতে ২০% অর্থ "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা প্রদান করার বিধান নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। এস.আর.ও নং-১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক তারিখ ০৬/০৬/১৩খ্রিঃ মোতাবেক সেবা কোড S০৩৩.০০ অনুযায়ী " ইজারাদার অর্থ পণ্যের বিনিময়ে কোন স্থান বা স্থাপনার অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তি বা কোন স্থানে প্রবেশাধিকারের ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি,প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং উক্তরূপ ইজারা প্রদান ব্যতিরেকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইজারার স্থান বা স্থাপনার টোল,ফি,হাসিল বা খাস সংগ্রহকারীও ইজারার অন্তর্ভুক্ত।" বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২।

শিরোনাম ঃ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রাপ্ত অর্থের উপর মূসক আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৪,৩১,৮৮,২৮৪/- টাকা ।

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের ট্রেড লাইসেন্স শাখার ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত নথি,রেজিষ্টার ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রাপ্ত অর্থের উপর মূসক আদায় না করায় সরকারের ৪,৩১,৮৮,২৮৪/- (চার কোটি একত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত চুরাশি মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "২" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তাং ৫-৬-২০১৪ খ্রিঃ এর অনুঃ ৪ মোতাবেক সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমূদয় অর্থের উপর ১৫% হারে উৎসে মূসক আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উৎসে মূসক আদায় না করায় সরকারের উক্ত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের ট্রেড লাইসেন্স খাতে মূসক কর্তন/আদায়ের কোন আদেশ ছিল না। পরবর্তী ২০১৫-১৬ আর্থিক সনের ১৫-০৯-১৫খ্রিঃ তারিখে কাষ্টমস,এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা থেকে জারীকৃত (১) নথি নং-৪(৬)৭৩-বাস্তঃ/উৎসে কর্তন/২০০৯/৪৯৫ তারিখ ৫-৮-১৫খ্রিঃ (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ৩০ জুন/২০১০ খ্রিঃ প্রকাশিত গেজেট এবং অত্র অফিস স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.১০.০১.৬২৮.২০১৫ তারিখ ১৫-৯-১৫ খ্রিঃ এর ভিত্তিতে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১৫-৯-১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অফিস আদেশ জারী করা হয়, যার স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০০০.১০.০১.৬২৭.২০১৫ তারিখ ১৫-৯-১৫ খ্রিঃ। উল্লিখিত আদেশের প্রেক্ষিতে ২০১০-১১ আর্থিক সন থেকে ২০১৫-১৬ আর্থিক সন পর্যন্ত নবায়ন এবং চলতি ২০১৫-১৬ আর্থিক সনের নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকালে সমূদয় অর্থের উপর ১৫% হারে উৎসে মূসক সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তিকৃত অর্থ সোনালী ব্যাংকে জমা থাকার বিষয়টি স্পষ্ট নয় (কত টাকা জমা আছে, কোন ফান্ডে জমা আছে)। ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রাপ্ত অর্থের উপর মূসক বাবদ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩।

শিরোনাম ঃ **হাটবাজার ও বাস টার্মিনালের খাস আদায় হতে ১৫% ভ্যাট কর্তন না করায় এবং নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৩,৯৮,১০৯/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকলে সম্পত্তি বিভাগের ইজারা সংক্রান্ত নথি,আয়কর ও ভ্যাট জমার চালানপত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাটবাজারের খাস আদায়ের উপর ১৫% ভ্যাট কর্তন না করায় এবং নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ২৩,৯৮,১০৯/- (তেইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত নয় মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৩ " তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রশাসন-২ শাখার স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০. ০২.০০.০০২. ২০১১.৮৭০ তারিখ ২১-০৯-২০১১ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৪.৮ মোতাবেক হাট বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হতে (খাস আদায়জনিত খরচ বাদে) ১৫% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি এবং সরবরাহ ও মেরামত কাজের বিল হতে ৫% ও ৭.৫% এর চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তনের ফলে মোট (১২,৫৪,২০৯ + ৬,১৩,৮৭৫ + ৫,৩০,০২৫)= ২৩,৯৮,১০৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত অর্থ খাস হতে দেয়ার বিধান নেই। ইজারালব্ধ অর্থ হতে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। বাস টার্মিনালের খাস আদায়ের ১৫% হারে ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। অনুমোদন প্রাপ্তির পর হতে নিয়মিতভাবে ভ্যাট পরিশোধ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। এস.আর.ও নং-১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক তারিখ ০৬-০৬-১৩খ্রিঃ সেবার কোড S০৩৩.০০ মোতাবেক "ইজারাদার" অর্থ পণ্যের বিনিময়ে কোন স্থান বা স্থাপনার অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তি বা কোন স্থানে প্রবেশাধিকারের ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি,প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং উক্তরূপ ইজারা প্রদান ব্যতিরেকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইজারার স্থান বা স্থাপনার টোল, ফি, হাসিল বা খাস সংগ্রহকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।" বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪।

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর মূসক কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি ২৫,৯২,৩৮৭/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের ঠিকাদারী বিল, ভাউচার, বিল রেজিষ্টার এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর মূসক কর্তন করায় সরকারের **২৫,৯২,৩৮৭/-** (পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত সাতাশি মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৪" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১০৮-আইন/ ২০১৪/৭০৩-মূসক তাং ৫-৬-২০১৪খ্রিঃ মোতাবেক সেবার কোড নং- এস ০০৪.০০ এর আওতাধীন নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক যে কোন নির্মাণ কাজের জন্য গ্রস বিলের উপর ৫.৫০% হারে উৎসে মূসক কর্তনের বিধান রয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে গ্রস বিলের উপর মূসক কর্তন না করে গ্রস বিল হতে জামানতের টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার উপর মূসক কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ২৫,৯২,৩৮৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদেশ নং ৭/মূসক/৯৩ তারিখ ১৭-১০-১৯৯৩ এর অনুচ্ছেদ 'ঙ' অনুযায়ী ঠিকাদারের নির্মাণ কাজের বিপরীতে সামগ্রিক বা আংশিক বা অগ্রিম/চূড়ান্ত যেভাবেই হোক না কেন, যখন কোন বিল পরিশোধিত হবে, তখনই পরিশোধিত অর্থের উপর উপরোক্ত ভাবে কর নিরূপন, কর্তন/আদায় করতে হবে। পরিশোধিত অর্থের উপর মূসক কর্তন করা হয়েছে। কম কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশোধিত অর্থ বলতে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশ নয়, গ্রস বিলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর মূসক কর্তন করা বিধিসম্মত হয়নি। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫।

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর উৎসে কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি ১৬,৫৯,৪৯৭/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের ঠিকাদারী বিল, ভাউচার, বিল রেজিষ্টার এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদারী কাজের গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর উৎসে কর কর্তন করায় সরকারের **১৬,৫৯,৪৯৭/-** (ষোল লক্ষ উনষাট হাজার চারশত সাতানব্বই মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৫" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ মোতাবেক যেক্ষেত্রে চুক্তি বা উপ-চুক্তি বাবদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে পরিশোধযোগ্য অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অথবা অগ্রিম হিসাবে পরিশোধ করতে হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্ত পরিশোধ করার সময় পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর যে হার প্রযোজ্য সে হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

আয়কর অধ্যাদেশ/১৯৮৪ এর ধারা - ৫২ ও আয়কর বিধিমালা/ ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ তে অর্থ আইন/২০১০ এর মাধ্যমে ঠিকাদারের নিকট হতে ৫,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ১৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২.৫% হারে, ১৫,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ৩.৫% হারে, ২৫,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ৩,০০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ৪% হারে এবং ৩,০০,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে পরিশোধিত অর্থ হতে ৫% হারে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে পরিশোধিত গ্রস বিলের উপর উৎসে কর কর্তন না করে জামানতের টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার উপর উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকারের **১৬,৫৯,৪৯৭/-** টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবি/০৪/২০০৪ তারিখ ১১-০২-২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধিত পুঞ্জিভূত বিলের উপরে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। আয়কর কম কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশোধিত পুঞ্জিভূত বিল বলতে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশ নয়, গ্রস বিলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং গ্রস বিলের পরিবর্তে জামানত কর্তনের পরবর্তী অংশের উপর আয়কর কর্তন করা বিধিসম্মত হয়নি। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬।

শিরোনাম ঃ **পরিবাগ সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বাবদ অনাদায়ী ১৭,৩৮,২৯৬/ টাকা ।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বাজার শাখা-২ এর ভাড়া আদায় রেজিষ্টার ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবাগ সুপার মার্কেটের ৫(পাঁচ) জন দোকান মালিকের নিকট হতে দোকান ভাড়া বাবদ ১৭,৩৮,২৯৬/- (সতের লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই মাত্র) টাকা আদায় করা হয়নি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৬" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯ সনের ৬০নং আইন এর ধারা ৮৭(১) এর বিধান মতে আরোপিত কর,উপকর, রেইট, টোল ও ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে। একই আইনের ধারা ৮৭(২) এর বিধান মতে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধি প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে সংস্থা বর্ণিত রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ দোকান ভাড়া অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ডিএসসিসি এর আওতাধীন পরিবাগ সুপার মার্কেটের ৮,১৩,১৪,১৫ ও ২৭ নং দোকানের মালিকগণের নিকট উল্লিখিত আর্থিক সনে মোট ১৭,৩৮,২৯৬/- টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে বহুবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। দোকান মালিকগণ বিভিন্ন অজুহাতে সময় প্রার্থনা করে আসছেন। অনাদায়ের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। দোকান ভাড়া বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭।

শিরোনাম ঃ **বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকট হতে বিজ্ঞাপন (সাইন বোর্ড) কর আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি ৪৯,৩৮,৬১৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিজ্ঞাপন ও বিউটিফিকেশন শাখার বিজ্ঞাপন কর আদায় রেজিষ্টার ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে বিজ্ঞাপন কর আদায় না করায় সংস্থার ৪৯,৩৮,৬১৪/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শত চৌদ্দ মাত্র) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৭" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ ঢাকা মহানগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও বিজ্ঞাপন নীতিমালা-২০০৯ অনুযায়ী ডিসিসি'র সীমানার মধ্যে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি বা ভবনের দেয়ালে ও ছাদে এবং ডিসিসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন যেকোন ভূমি অথবা স্থাপনায় বিভিন্ন আকারের ও ধরনের সৌন্দর্যবর্ধন ও বিজ্ঞাপন ফলক (সাইনবোর্ড) স্থাপনের জন্য প্রতি বর্গফুট ১৫০/- হারে (আলোকিত) বিজ্ঞাপন কর পরিশোধের বিধান রয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তিতে বর্নিত ব্যাংকসমূহের নিকট হতে বিজ্ঞাপন কর আদায় না করায় সংস্থার ৪৯,৩৮,৬১৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আদায়ের পরে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদিসহ অড়িট বিভাগকে অবগত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বিজ্ঞাপন কর বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৪-৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)।

অনুচ্ছেদ নং-৮।

শিরোনাম ঃ উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় সরকারের ১,৯৭,০০,২৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- তরল দুধ ক্রয়ের বিবরণ, পরিবহন ব্যয় ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, তরল দুধ পরিবহন বাবদ ২০১২-১৩ সালে ১৯,৭০,৩৭,৪৪৩/- টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ২১,৫০,২৪,৭৭৮/- টাকা সর্বমোট (১৯,৭০,৩৭,৪৪৩/- + ২১,৫০,২৪,৭৭৮/-)= ৪১,২০,৬২,২২১/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত ব্যয়িত অর্থের ৪.৫% হারে ১,৮৫,৪২,৮০০/- টাকা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চিটাগাং পোর্ট অথরিটি চার্জ, শিপিং চার্জ, ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ এবং লোডিং এন্ড আনলোডিং চার্জ বাবদ ব্যয়িত অর্থের উপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় ১১,৫৭,৪৫৫/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৮" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং- ১৮২-আইন/ ২০১২/ ৬৪০-মূসক তারিখ ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক সেবার কোড এস-০৪৮.০০ অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ৪.৫% হারে মূল্য সংযোজন কর সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- এস,আর,ও নং-১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক তারিখঃ ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে।
- পোর্ট অথরিটি তাদের বিলের মধ্যে মূসক কর্তন করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- জবাব প্রদান না করায় প্রমাণিত হয় যে, অডিট আপত্তি সঠিক।
- পোর্ট অথরিটি চার্জ, শিপিং চার্জ, ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ এবং লোডিং এন্ড আনলোডিং চার্জ মূল্য সংযোজন করের আওতাভুক্ত। অর্থ ব্যয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মিল্ক ভিটা বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমার জন্য দায়ী। পোর্ট অথরিটি কর্তৃক কর্তনের সমর্থনে প্রমাণক নেই । বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৮-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯।

শিরোনাম ঃ **ক্রয়কৃত ফ্যাটের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে কম পরিমাণ ফ্যাট গ্রহণ করায় ৯৮,৬৪,২৩৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ আর্থিক সালে মানিকগঞ্জ, শ্রীনগর, ভৈরব, শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চল চিলিং সেন্টারের তরল দুধ ক্রয়ের বিবরণ, ফ্যাটের পরিমাণ, বাঘাবাড়ী ফ্যাক্টরী ও ঢাকা ফ্যাক্টরীতে ফ্যাট গ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০৪ টি চিলিং সেন্টারে ক্রয়কৃত ফ্যাটের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে মোট ২৫৩৮ কেজি কম ফ্যাট (ননী) গ্রহণ করায় প্রতি কেজি ৯০৫.৮৯ টাকা হারে সংস্থার (২৫৩৮×৯০৫.৮৯)= ২২,৯৯,১৪৯/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অনুরূপভাবে ২০১৩-২০১৪ সালে ০৭টি চিলিং সেন্টার প্রতিকেজি ৯০৫.৮৯ টাকা হারে ক্রয়কৃত ফ্যাটের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে ৮৩৫১ কেজি কম ফ্যাট (ননী) গ্রহণ করায় (৮৩৫১×৯০৫.৮৯)= ৭৫,৬৫,০৮৮/-টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। ফলে সর্বমোট (২২,৯৯,১৪৯/- +৭৫,৬৫,০৮৮/-) = ৯৮,৬৪,২৩৭/-টাকা সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৯" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার না থাকায় এরূপ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব প্রদান না করায় প্রমাণিত হয় যে, আপত্তি সঠিক। কারণ, চিলিং সেন্টারে ক্রয়কৃত তরল দুধ ট্যাংকারে পরিবহনের সময় ট্যাংকারের পাইপ পরিস্কারের স্বার্থে কিছু পানি মেশানো হয় যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৮-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০।

শিরোনাম ঃ **ক্রয়কৃত তরল দুধের চেয়ে ফ্যাক্টরীতে কম পরিমাণ দুধ গ্রহণ করায় ৩৭,৪২,২৭৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে তরল দুধ ক্রয়ের বিবরণ, ফ্যাটের হার, ক্রয় মূল্য ও প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ আর্থিক সালে শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চল, নওগাঁ, সাতক্ষীরা চিলিং সেন্টারে এবং ২০১৩-২০১৪ সালে সাতক্ষীরা চিলিং সেন্টারে যে পরিমাণ তরল দুধ ক্রয় করা হয়েছে তার চেয়ে কম পরিমাণ দুধ ফ্যাক্টরীতে গ্রহণ করায় যথাক্রমে ১০,৬৮,১০১/- টাকা এবং ২৬,৭৪,১৭৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	চিলিং সেন্টারের নাম	ক্রয়কৃত তরল দুধের পরিমাণ (লিঃ)	প্রতি লিঃ ক্রয় মূল্য	মোট পরিশোধিত মূল্য (টাঃ)	ফ্যাক্টরীতে দুধ গ্রহণ		পার্থক্য (লিঃ)	মোট মূল্য
					মিরপুর	বাঘাবাড়ী		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১২-১৩	শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চল	২৫৮২৩৬৩	৩৯.৫৫	১০২১৩২৪৫৭	-	২৫৫৮৪৮২	২৩৮৮১	৯৪৪৪৯৪/-
	নওগাঁ	৬৬৩০৬২	৩৪.৬৪	২২৯৬৮৪৬৮	৫১৫০	৬৫৫৪৩০	২৪৮২	৮৫৯৭৬/-
	সাতক্ষীরা	২০৫১৭১৯	৩৫.১১	৭২০৩৫৮৫৪	২০৪৪৮২৬	৫৮০০	১০৯৩	৩৮৩৭৫/-
								১০,৬৮,১০১/-
২০১৩-১৪	সাতক্ষীরা	১৮০৯২৯৬	৩৮.৪০	৬৯৪৭৬৯৬৬	১৭৩৯৬৫৬	-	৬৯৬৪০	২৬৭৪১৭৬/-
							সর্বমোট	৩৭,৪২,২৭৭/-

অনিয়মের কারণ ঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার না থাকায় এরূপ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা পত্রের জবাব প্রদান না করায় প্রমাণিত হয় যে, আপত্তি সঠিক। কারণ, চিলিং সেন্টারে ক্রয়কৃত দুধের পরিমাণের চেয়ে বাস্তবে ফ্যাক্টরীতে বেশী দুধ রিসিভ করার কথা। কেননা, চিলিং সেন্টারের দুধ পাইপের মাধ্যমে মিল্ক ট্যাংকারে উঠানোর ক্ষেত্রে পাইপ এবং ট্যাংকারের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিস্কার রাখার জন্য কিছু পানি মেশানো হয়। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৮-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১।

শিরোনাম ঃ **পণ্য বিক্রয়ের উপর ১৫% মূসক প্রদান না করায় সরকারের ১৬,৫২,৪৬,৫০৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে মোট পণ্য বিক্রয়; মূসক অব্যাহতি সংক্রান্ত সরকারের আদেশ; ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত আদেশ; মূসক জমার রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপণন বিভাগ কর্তৃক ২০১২-১৩ সনে মোট তরল দুধ বিক্রয় মূল্য ৪০২,১২,৬৮,৫৮৩/- টাকা। মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত তরল দুধ বিক্রয় মূল্য ৩৪২,০৪,১০,২২৪/- টাকা। ননীযুক্ত ও ননীবিহীন গুড়াদুধের ট্যারিফ মূল্য বাবদ বিক্রয় ১,৮৪,৩২,০০০/- টাকা। মোট মূসকযোগ্য বিক্রয়মূল্য ৬১,৯২,৯০,৩৫৯/- টাকার উপর ১৫% মূসকের পরিমাণ ৯,২৮,৯৩,৫৫৪/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য ছিল। কিন্তু বাঘাবাড়ী কর্তৃক ২১,৮৪,১৪০/- টাকা, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক ৭৭,৮৬,০৫৮/- টাকা এবং চকলেট প্লান্ট, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ৮৯,৯৪১/- টাকাসহ মোট ১,০০,৬০,১৩৯/- টাকা মূসক বাবদ কোষাগারে জমা করা হয়েছে এবং (৯,২৮,৯৩,৫৫৪ - ১,০০,৬০,১৩৯) = ৮,২৮,৩৩,৪১৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে মূসক বাবদ জমা করা হয়নি।
- বিপণন বিভাগ কর্তৃক ২০১৩-১৪ সনে মোট তরল দুধ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৯৯,৫১,৮২,৮৮৭/- টাকা। মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত তরল দুধ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৩২,১৮,২৩,৬৫৪/-টাকা। ননীযুক্ত ও ননীবিহীন গুড়াদুধের ট্যারিফ মূল্য বাবদ মূসকযোগ্য বিক্রয় ৩,৮৪,৬০,৩০০/- টাকা। মোট মূসকযোগ্য বিক্রয়মূল্য ৭১,১৮,১৯,৫৩৩/- টাকার উপর ১৫% মূসকের পরিমাণ ১০,৬৭,৭২,৯৩০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য ছিল। কিন্তু বাঘাবাড়ী কর্তৃক ১,৪০,৪০,৬৪২/-টাকা, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক ১,০১,৮০,৮৬২/- টাকা এবং চকলেট প্লান্ট, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ১,৩৮,৩৩৪/- টাকাসহ মোট ২,৪৩,৫৯,৮৩৮/- টাকা মূসক বাবদ কোষাগারে জমা করা হয়েছে এবং (১০,৬৭,৭২,৯৩০-২,৪৩,৫৯,৮৩৮)= ৮,২৪,১৩,০৯২/- টাকা সরকারি কোষাগারে মূসক বাবদ জমা করা হয়নি।

  [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "১০" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১২ তারিখ ০৭-৬-২০১২ খ্রিঃ মূলে তরল দুধ হতে গুড়া দুধ উৎপাদন বাবদ প্রতিকেজির পাউডার মিল্কের ট্যারিফ মূল্য ১০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এস,আর,ও নং- ১৮০-আইন/২০১২/৬৩৮-মূসক তারিখ ০৭-৬-২০১২ খ্রিঃ মূলে টেবিল-৩ এর (উৎপাদন পর্যায়) এইচ,এস,কোডভুক্ত শুধুমাত্র প্যাকেটকৃত তরল দুধ, পনির, মাঠা বিক্রয়কে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। মিল্ক ভিটার অন্যান্য উৎপাদিত দুগ্ধজাত সামগ্রী যথা- ফ্লেভার্ড মিল্ক, পাউডার মিল্ক, মাখন, ঘি, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, রসমালাই, চকলেট, ক্রীম, চকোবার, ললিজ মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত নয় বিধায় ১৫% হারে মূসক কোষাগারে জমাযোগ্য।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস জবাব দানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অডিট আপত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন জবাব নেই। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৮-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ জরুরি ভিত্তিতে ট্রেজারি চালানে সরকারি কোষাগারে নির্দিষ্ট কোডে জমাপূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২।

শিরোনাম ঃ **কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করায় সংস্থার ১,২৫,১৭,৩০৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারি সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ও আয়কর পরিশোধের বিল / ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিল হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর পরিশোধ করায় ১,২৫,১৭,৩০৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা - ২১ এবং আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি - ৩৩ মোতাবেক একজন চাকুরিজীবী করদাতার মূল বেতন, বিশেষ বেতন, মহার্ঘ্য ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, উৎসব ভাতা, পরিচারক ভাতা, সম্মানি ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং বিভিন্ন পারকুইজিটস (সুবিধা) বেতন খাতের করযোগ্য আয়। এস আর ও নং-১৪১-আইন/২০১২/০৭.০০.০০০০. ১৬১.০৭.০০১.১২-৯৮ তারিখ ২৭/৫/২০১২ খ্রিঃ আয়কর রির্টান তৈরীর পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারি) নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ করবেন।

নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তর এর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০. ০৩০.৪১.১৯৮.১৩ (ছায়া নথি)-৪৪৯(৩) মোতাবেক মিল্ক ভিটার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আয়কর তাহাদের বেতন হতে কর্তনের পর পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেছে এবং আয়কর খাতে কোন বাজেট বরাদ্দ মঞ্জুর করেনি।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত আয়কর খাতে বরাদ্দ না থাকায় মিল্কভিটা ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিকট হতে পরিশোধকৃত আয়কর হিসাবে ২০১৩-২০১৪ ইং পর্যন্ত ৯,৪৮,৬৮৩/- টাকা চূড়ান্ত পাওনা হতে কর্তন করে রাখা হয়েছে। ইহা ছাড়া আপত্তিকৃত ১,২৫,১৭,৩০৫/-টাকা উপকর কমিশনার বৈতনিক সার্কেল-৫৪,কর অঞ্চল-৩ এর নামে আগাম পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত টাকা কর্মকর্তা কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়করের খরচ হিসাবে পরিশোধ করা হয় নাই বিধায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয় নি। সংস্থার প্রশাসন কর্তৃক নির্দেশনা পাওয়া গেলে কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন হতে পরিশোধিত আয়করের টাকা কর্তন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অসত্য জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা / কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর মিল্কভিটার তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে। মিল্ক ভিটা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রনকারি কর্তৃপক্ষ তথা নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর এর নির্দেশনা প্রতিপালন করেনি। রাষ্ট্রের সকল সরকারি/ আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/ বিধিবদ্ধ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর তাদের নিজ তহবিল হতে পরিশোধযোগ্য। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৩/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ২৮/৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত আপত্তিকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।